কৃষি সুপারিশ

১৭- ১৮ ই মে,২০২২ (২-৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৯)

ভুট্টা- হাইব্রীড ভুট্টার কমপক্ষে ৩ টি সেচের প্রয়োজন, গাছের হাঁটু উচ্চতা, ফুল আসা ও দানা পুষ্টির সময়ে অবশ্যই সেচ দিতে হবে।

বারো ধান - অনিশ্চিত আবহাওয়ায় যতটা দ্রুত সম্ভব ধান পেকে গেলে কেটে নিয়ে রৌদ্রে শুকিয়ে ঝাড়াই করে গোলাজাত করতে হবে। সম্ভব হলে যন্ত্রের সাহায্যে পাকা ধান ঝাড়াই-মাড়াই করে নিতে হবে।

তিল- গোড়া বা কান্ড পচা রোগের ক্ষেত্রে কপার অক্সিক্লোরাইড ৪ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে। মিলডিউ, পাতা ধসা, পাতায় সাদা ছাতা ইত্যাদি রোগের ক্ষেত্রে কের্বেনডাজিম ১গ্রাম বা কপার অক্সিক্লোরাইড ৪ গ্রাম বা ম্যানকোজেব ২.৫ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

চীনাবাদাম--বাদামের পাতায় এই সময়ে টিক্কা বা মরচে পড়া রোগ দেখা দিতে পারে । এই রোগের লক্ষণ দেখা গেলে জলে ২.৫ গ্রাম হারে ম্যানকোজেব বা মাটাল্যাক্সিল ৮ শতাংশ + ম্যানকোজেব ৬৪ শতাংশ মিশ্রণ ২.৫ গ্রাম হারে প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করলে উপকার পাওয়া যায়।

চৈতি মুগ - **মুগ**- সাধারণত একাধিকবার পাকা শুঁটি তোলার প্রয়োজন হয়। ৬০-৬৫দিনের মধ্যে প্রথমবার ও তার ১০-১৫ দিনের মধ্যে দ্বিতীয়বার শুঁটি তোলার প্রয়োজন হয়। সোনালি, পান্না, বাসন্তী, সম্রাট প্রভৃতি জাতগুলি ৭০-৮০ শতাংশ শুঁটি একসঙ্গে পেকে যাওয়ায় গাছশুদ্ধ তুলে নেওয়া হয়।

পাট-চারা বেরোনোর ২১ দিন পর প্রথম চাপানে একরে ৮ কেজি ও চারা বেরোনোর ৩০-৩৫ দিন পরে দ্বিতীয় চাপানে ৮ কেজি নাইট্রোজেন প্রয়োগ করতে হবে। সালফারের ঘাটতি থাকলে একরে ১২ কেজি সালফার প্রয়োগ করতে হবে। সেচহীন এলাকায় কালবৈশাখীর বৃষ্টির সুযোগ নিয়ে দ্রুত চাপান সার দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। পাটের চারা অবস্থায় কাটুই পোকার আক্রমণ দেখা দিলে বিকালের পরে ক্লোরোপাইরিফস ২৫ ইসি ২.৫ মিলি বা কুইনালফস ২ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে সমস্ত ক্ষেতে স্প্রে করতে হবে।পাটের জমিতে নিড়ানির সাহায্যে বীজ বোনার ১০ দিন পর এবং ১৮-২০ দিন পরে আরেকবার আগাছা নিয়ন্ত্রণ ও চারা পাতলা করতে হবে। জাত অনুযায়ী প্রতি কামিটার জমিতে ৩৩-৪০ টি চারা রেখে বাকি চারা তুলে ফেলতে হবে।

চৈতি কলাই -চাষের উপযুক্ত জাতগুলি হল- বসন্ত বাহার (পি.ডি.ইউ-১), গৌতম(ডব্লু.বি.ইউ-১০৫), কালিন্দী(বি-৭৬)। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বিঘা প্রতি (৩৩ শতক) ৩ -৪ কেজি বীজ ছড়িয়ে বা সারিতে বুনতে হবে। বীজ বোনার আগে, মুগের মত বীজ শোধন ও রাইজোবিয়াম কালচার মেশাতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেমি ও গাছের দূরত্ব ১৫ সেমি রাখতে হবে। একর প্রতি ৮ কেজি নাইট্রোজেন, ১৬ কেজি ফসফরাস ও ১৬ কেজি পটাশ প্রয়োগ করে বীজ বুনতে হবে। কলাই চাষে কোন চাপান সার লাগে না।

আউস ধান-আউস ধানের বীজ বুনুন ও রোপনের জন্য বীজতলায় বীজ ফেলুন। বপনের উপযুক্ত জাত: হীরা, প্রসাদ,অন্নদা,তুলসী, বিকাশ, বন্দনা, কলিঙ্গ-৩। বীজের হার: ৮০-৯০ কেজি এবং সারিতে বুনলে ৬৫-৭০ কেজি প্রতি হেক্টরে।বীজবোনার আগে প্রতি কেজি বীজের সাথে থাইরাম-৭৫% বা কার্বেন্ডাজিম-৫০% গুড়ো ঔষধ ২.৫ গ্রাম মিশিয়ে শোধন করে নিন।মূল সার হিসাবে হেক্টর প্রতি জৈবসার ৫ টন এবং ১৫ কেজি নাইট্রোজেন ও ৩০ কেজি করে ফসফেট ও পটাশ সার প্রয়োগ করুন।

দক্ষিনবঙ্গের জেলাগুলিতে দুই এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ দমকা বাতাস প্রবাহিত হওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে।

কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারএর

পক্ষে

যুগ্ম-কৃষি অধিকর্তা (জন সংযোগ, সম্প্রচার ও তথ্য),

পশ্চিমবঙ্গ